দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 05 [redacted]

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

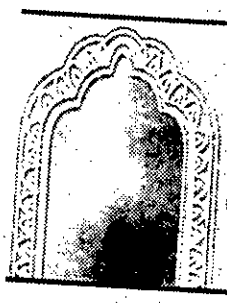

ইসলাম ও আমরা

রেনেসাঁ ও ধর্ম

পোপতন্ত্রের দুর্নীতি ও দুঃশাসন চরমে উঠলে এর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁ শুরু হয় তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ধর্ম জিজ্ঞাসা। ধর্ম জিজ্ঞাসা থেকে দাবি ওঠে ধর্ম সংস্কারের— এই দাবিই হলো প্রটেস্টান্ট রিফরমেশন। এদিকে ক্যাথলিক ইনকুইজিশন বা খ্রীস্টান ধর্মে যাজকপন্থী বিশ্বাসের বিচার ও শাস্তি ব্যবস্থায় সকল ক্যাথলিক একমত ছিল না। তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী দু'জন নামকরা ক্যাথলিক পণ্ডিত ছিলেন— হল্যান্ডের ইরাসমাস আর ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর স্যার টমাস মোর-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রটেস্টান্ট ধর্মের সূচনা হয় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে। শুরু করেন একজন জার্মান বিদ্রোহী ক্যাথলিক যাজক ও আইনজ্ঞ। ইনি মার্টিন লুথার। এ জন্য রোমের পোপ লুথারকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে ধর্মচ্যুত করেন। লুথার এতে পাত্তা না দিয়ে জার্মান ভাষায় বাইবেলের তরজমা করেন। খ্রীস্টান জগতে তখন দুই ধর্মমত গড়ে ওঠে অনেকটা আমাদের শিয়া-সুন্নীর মতো। পশ্চিম ইউরোপ, ইংল্যান্ডসহ মোটামুটি প্রটেস্টান্ট, ফ্রান্সসহ দক্ষিণ ইউরোপ ক্যাথলিক এবং পূর্ব ইউরোপ অর্থডক্স চার্চে বিশ্বাস।

প্রটেস্টান্ট ধর্ম বিদ্রোহ শীঘ্রই রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। ধর্মের বাদ-প্রতিবাদ দানা বেঁধে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব শেষে ধর্ম যুদ্ধে মোড় নেয়, যেখানে রাজা সম্রাটও জড়িয়ে পড়ে। প্রটেস্টান্ট ধর্ম মতবাদের দ্বারা ইউরোপের যুক্তিবাদীরা পোপের যাজকতন্ত্র থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। ফলে সংঘাত ভীষণ আকার ধারণ করে। বিভিন্ন দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাথলিক স্পেনের অধীন ছিল বেলজিয়াম ও হল্যান্ড। তারা প্রটেস্টান্ট ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় যার নেতৃত্ব দেন উইলিয়াম অব অরেঞ্জ। তার বংশধর এখনও হল্যান্ডে টিকে আছে।

এ দিকে ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরি তার পত্নী ক্যাথরিনকে তালাক দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। কারণ ক্যাথরিনের সন্তান বাঁচে না। একমাত্র কন্যা মেরী ছাড়া সব সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। হেনরি মনে করেন, ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে বিয়ের কারণে বুঝি ঈশ্বর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আসল কথা এ্যানি বোলিনের সৌন্দর্য।' এ্যানিকে বিয়ে করার জন্য হেনরি পোপের কাছে ক্যাথরিনকে তালাক দেয়ার অনুমোদন না পেয়ে পোপের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং পার্লামেন্টের আইন পাস করিয়ে কোর্টের ডিক্রি নিয়ে ক্যাথরিনকে তালাক দেন ও এ্যানিকে বিয়ে করেন। তারপর ১৫৩৪ সালে "এ্যাক্ট অব সাকসেশন-এ ক্যাথরিনের কন্যা মেরীকে সিংহাসনের অযোগ্য ঘোষণা করিয়ে এ্যানির সন্তানদের উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেন। এরপর ইংলিশ চার্চের সূচনা হয় যা ইংল্যান্ডে প্রটেস্টান্ট আন্দোলনকে সাহায্য করে। ১৫৩৮ সালে বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ হয়। অষ্টম হেনরি মারা যান ১৫৪৭ সালে। ইউরোপে স্পেন তখন শক্তিশালী রাজ্য এবং গোঁড়া ক্যাথলিক। অষ্টম হেনরির তালাকী পত্নী ক্যাথরিন ছিল স্পেনের রাজার আন্টি। স্পেনের সাহায্য পাবার জন্য ক্যাথরিনের কন্যা মেরী তার কাজিন, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপকে বিয়ে করে। তার পর ইংল্যান্ডের ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর মেরী স্পেনের সাহায্যে ইংল্যান্ডের রানী হয়ে বসেন (১৫৫৩-৫৮) এবং প্রটেস্টানদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। প্রায় ৩০০ জন প্রটেস্টান্টকে পুড়িয়ে মারা হয়। ফলে মেরীকে জনগণের রোষে পড়তে হয় এবং ১৫৫৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে এলেন এলিজাবেথ-এ্যানি ও অষ্টম হেনরির কন্যা। তিনি যেমন বাবার মতো সাহসী ও প্রত্যয়ী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মায়ের মতো আরাম প্রিয়, সৌন্দর্য বিলাসী ও ছলনাময়ী। এ্যানির এই চারিত্রিক কারণে শিরশ্ছেদ হয়। হেনরি ছয়টি পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে দু'জনকে তালাক দেন। দু'জনের চরিত্রগত কারণে মাথা কাটা যায়। একজন সন্তান প্রসবের পর মারা যায়। শেষ জন হেনরির মৃত্যুর পর বেঁচেছিলেন।

এলিজাবেথের ছিল অবিচ্ছেদ্য দেশপ্রেম। তিনি দেশের সংহতির কারণেই বিয়ে করেননি। ক্যাথলিকরা এলিজাবেথকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। ১৫৭০ সালে পোপ রানীকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করেও সুবিধা হয়নি। এমনকি পোপের আহ্বানে রানী কাউন্সিল অব ট্রেন্ট-এ যোগদান করেননি। অতি ধীরগতিতে, তিনি ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৬০৩) ইংল্যান্ডে টিউডর বংশের শেষ। ও স্টুয়ার্ট বংশের শুরু। রানী এলিজাবেথের সময় ভারতের মোগল সম্রাট ছিলেন আকবর বাদশা। ১৬১৮-১৬৪৮-এর মধ্যে যখন ভারতে মোগলরা তাজমহল তৈরি করছে, তখন জার্মানিতে "ত্রিশ বছরের যুদ্ধ" হ এবং এতে জার্মানির ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ে। রিফরমেশনের জন্য রোমের প্রভা কমে এবং বিভিন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এ সম অস্ট্রিয়ার মেকিয়াভেলির "প্রিন্স" প্রকাশিত হলে লোকের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা পাল্টে যায়। কারণ 'প্রিন্স'-এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে রাজনীতি, নীতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কৌশল। যা এখ

সা'দ উল্লাহ্

দৃষ্ট হয় একনায়কত্ব ও সামরিক স্বৈরাচারের মধ্যে। মেকিয়াভেলির মতে, শাসক ধর্মে বিশ্বাস না করলেও জনসাধারণকে শাসন করতে ধর্মের সমর্থন প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, একজন াজপুরুষকে জানতে হবে একই সঙ্গে কিভাবে মানব ও জন্তু, ংহ ও শৃগালের খেলা খেলতে হয়। নিজের স্বার্থের জন্য আপন ণের সত্যতা বা সত্যভাষণের দরকার নেই... সর্বদা সততা া করা বিপজ্জনক। জনগণকে দেখাবার জন্য ধার্মিক, বিশ্বাসী ভক্তির ভান করতে হবে। সততার মুখোশ ক্ষমতা ব্যবহারে াপেক্ষা উপযোগী। তাই রাজা যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ায়ে ক্রমশ হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী, তখন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ভিপ্রায়ে আবার ধর্মীয় যাজক শ্রেণীর সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে গ্রহী হয়ে ওঠেন। অনেক রাজা-বাদশাহ ব্যক্তিগত সমস্যা ত্তরণের জন্য ধর্মীয় যাজক শ্রেণীর ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত আদায় করে থাকে ছলে বলে কৌশলে।

মুসলিম দেশগুলোর কথা আলাদা। কারণ ইউরোপীয় খ্রীস্টান বিশ্বের যাজক শ্রেণীর মতো মুসলিম দেশের মোল্লারা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, রাজনীতিতেও সমভাবে সক্রিয়। কারণ রাষ্ট্র আল্লাহর— তাই আল্লাহর 'খলিফা' বা প্রতিনিধি হয়ে দেশ ও জনগণের ঘাড়ে চড়ে লাঠি ঘোরানোয় প্রয়াসী। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'কিছুসংখ্যক উলেমা যে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন তার কারণ শুধুমাত্র বিভ্রান্ত চিন্তা এবং মুসলমানদের সমস্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতাই নয়— তার প..েত ছিল ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা। ...রাজনীতিজ্ঞ উলেমারা মুসলিম জাতীয়তাবাদীর পরিবর্তে নিজেদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন। উলেমারা বুঝেছিলেন যে পাক-ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্বভার তাদের হাত থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে চলে যাচ্ছে। ... তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা জাতীয়তাবাদী উলেমাদের কা.ে ছিল চরম পরাজয় স্বরূপ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এরাই এখন বলতে শুরু করলেন যে কিভাবে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তা উলেমা সম্প্রদায় ছাড়া আর কে নির্ধারণ করবে! সুতরাং কিছু উলেমা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ছুটে এলেন াকিস্তানে। যাঁরা পাকিস্তানের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা রতে পারলেন না, তাঁরাই তখন মুসলমানদের হাত থেকে াকিস্তানকে রক্ষা করার কাজে লেগে গেলেন। পাকিস্তানে যাঁরা লেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জামায়াত-ই-ইসলামী পার্টির প্রধান ওলানা আবুল আলা মওদুদী। তিনি পাকিস্তানের চরম বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের ভাগ্যহীন জনসাধারণের মধ্যে "মুসলিমীকরণ" আন্দোলন শুরু করলেন। এই সম্মানিত ব্যক্তি পাকিস্তানে এসে একটি অনৈসলামিক দেশ, একটি অনৈসলামিক সরকার এবং অনৈসলামিক জনসাধারণ দেখে শঙ্কিত হলেন। খাঁটি কোন মুসলমান কিভাবে এরূপ এক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করবে? তাই তিনি জনসাধারণকে বোঝাতে চাইলেন তাদের অভাব, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতা। প্রকৃত পক্ষে, এসব ছিল একটি খোলস মাত্র। মূল উদ্দেশ্য ছিল, উলেমাদের আধিপত্য ও অধিকারের পুনর্প্রতিষ্ঠা করা। ...এ হারানো সম্মানবোধকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। রাজনীতিজ্ঞ উলেমাদের সামনে মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল। একটি ছিল নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করে মনোভাব পরিবর্তন করা, যাতে করে জনসাধারণ নিজেদের সমস্যা সমাধান করার মতো জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে। আর অন্য পথ ছিল ধর্মভীরু ও অশিক্ষিত জনসাধারণের সামনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মান খর্ব করা। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা দ্বিতীয়পন্থা অনুসরণ করেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একথা পৌঁছে দিলেন য তাঁরা সব কিছুরই সমাধান জানেন এবং সহজেই দেশের সব মস্যা দূর করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলামবিরোধী আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাই তারা একান্ত অক্ষম। ... একটি শাসনতন্ত্র সলামী আখ্যা তখনই পেতে পারে; যখন তা উলেমার দ্বারাই স্তুত হবে এবং দেশ শাসনের ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পিত হবে। অবস্থাকে আমি অথবা জনসাধারণ কেউ মানতে রাজি ছিলাম । কারণ জনসাধারণের হাতেই সকল ক্ষমতা অর্পণের যে তান্ত্রিক নীতি রয়েছে এটা তার বিরোধী ছিল।' (সূত্র ঃ "প্রভু নয় দ"- পৃঃ ২৫৬, ২৫৭ ও ২৫৮। প্রকাশনা ও পরিবেশনা ঃ ক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-১৯৬৮)।

লাদেশে মওদুদীর চেলারা ও উলেমারা এখন একজোট হয়ে শের "ভাগ্যহীন জনসাধারণের" মধ্যে "মুসলিমীকরণ" ন্দোলন শুরু করেছেন এক মহিলার নেতৃত্বে যা ইসলামী ...দায় দুরস্ত যে নয়; সে কথা তাঁরাই প্র... করেন। 'খর' ...দ্ধ সত্যি, কিন্তু উদ্দুরস্তিও উদ্দেশ্য ...